মাইসছড়িতে সেটলার হামলার প্রতিবাদ সংখ্যা

THE SWADHIKAR

স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

বুলেটিন নং: ৩৮, বর্ষ: ১২, সংখ্যা: ২, প্রকাশ কাল: ১৭ মার্চ ২০০৬, শুভেচ্ছা মূল্য: ৬ টাকা $2, ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট www.updfcht.org, Email: updfcht@yahoo.com

উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আবার আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। সেনাবাহিনীর একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী অংশ ও খাগড়াছড়ির সংসদ সদস্য এদের উস্কানি ও পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। খাগড়াছড়ির কলেজ গেট এলাকা ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল আলমের বাস ভবনে হামলার পর এই উগ্রবাদীরা ৩ এপ্রিল মাইসছড়ির নোয়া পাড়া ও সাপ্রু কার্বারী পাড়ায় নিরীহ জনগণের ওপর হামলা চালিয়েছে। তাদের এই পরিকল্পিত হামলায় কমপক্ষে ৫০ জন আহত, ৪ পাহাড়ি নারী গণ ধর্ষণের শিকার ও এক বৌদ্ধ ভিক্ষু লাঞ্ছিত হয়েছেন। হামলাকারীরা বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাঙচুর করে। স্থানীয় বৌদ্ধ শিশু ঘর নামের একটি আশ্রমের জায়গা জোরপূর্বক দখল করাই এই হামলার উদ্দেশ্য।

প্রতিবাদ

ঘটনার পর পরই উক্ত বর্বর হামলার বিরুদ্ধে সর্বত্র ব্যাপক নিন্দা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের জোয়ার শুরু হয়। ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ও তার অঙ্গভুক্ত সংগঠনগুলো ঘটনার পর পরই ৩ এপ্রিল তাৎক্ষণিকভাবে খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ৫ এপ্রিল খাগড়াছড়ির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের মতামত নিয়ে বৈসাবি উৎসব বর্জনের ঘোষণা দেয়। মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, অব্যাহত ভূমি আগ্রাসন ও সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে এই ঘোষণা দেয়া হয়। এর পর, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, মারমা উন্নয়ন সংসদ ও মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলও বৈসাবি উৎসব বর্জনের ডাক দেয়। চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় বসবাসরত জুম্মরাও বৈসাবি উৎসব বর্জন করার আহ্বানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। জনসংহতি সমিতি ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে, তবে তারা হামলার প্রতিবাদে উৎসব বর্জনের ঘোষণা দেয়া বা তাতে সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকে। খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগও ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে।

পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ ৯ এপ্রিল খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে মৌন মিছিল বের করে ও পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে বৈসাবি উৎসব বর্জনের ডাক দেয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন মাইসছড়িতে উক্ত হামলা, লুটপাট ও নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে ৭ এপ্রিল চট্টগ্রামে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেছে। ঢাকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ৪ এপ্রিল বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

বিদেশে প্রতিবাদ

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাসী জুম্মরা রাজধানী সিউলে ১৬ এপ্রিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলো একত্রে বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছে বলে টোকিও থেকে ইউপিডিএফ প্রতিনিধি জানিয়েছেন। শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে Bangladesh Chgittagong Hill Bhikkhu Sangha- SriLanka কর্তৃক মাইসছড়িতে সংঘটিত সেটলার হামলার ওপর সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। দিল্লী ভিত্তিক মানবাধিকার ৩য় পাতায় দেখুন

সুমনালংকার মহাথেরো (ভান্তে)
বৌদ্ধ শিশুঘরের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা

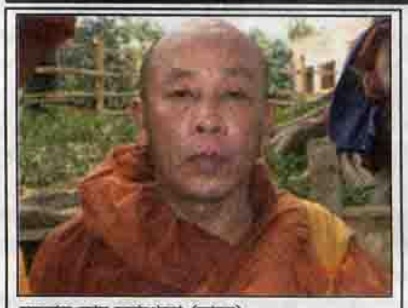

“একথা বলার পরপরই বাঙালিরা আমাকে ঘিরে ধরে এবং চীবর ধরে টেনে নিয়ে যায়”

৩ এপ্রিল মাইসছড়িতে সেটলার হামলায় বৌদ্ধ ভিক্ষু সুমনালংকার মহাথেরো আহত হন। তিনি সাউপ্রু কার্বারী পাড়ায় অবস্থিত বৌদ্ধ শিশু ঘর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। তিনি বলেন, “স্থানীয় লোকজনের রেকর্ডিয় জায়গা আমি দান হিসেবে ৮ একর পাই। এ ৮ একর থেকে ২০০১ সালে বাঙালিরা কিছু নিয়ে যায়। ২০০৫ সালের মার্চ মাসের ৫ তারিখ রাস্তার পশ্চিম সাইডে রাতের আঁধারে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তারা (বাঙালিরা) ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। এ যাবৎ প্রশাসনসহ বিভিন্ন জায়গায় আমি দরখাস্ত দিই এবং কাগজপত্রও দিয়ে আসি। কিন্তু তারপরও কিছু হয়নি।

“এবারে বাঙালিরা তাদের মেয়েদের দিয়ে যে জায়গা পরিষ্কার করতে গেছে তাতে পাহাড়ি ৩য় পাতায় দেখুন

“ভিতরে নিয়ে গিয়ে তারা আমাদের ধর্ষণ করে”

ক্রাজ্যোইমা মারমা, বয়স- ১৬

ক্রাজ্যোইমা মারমা বৌদ্ধ শিশু ঘর স্কুলে পড়াশুনা করে। ৩ এপ্রিল হামলার সময় সেটলাররা যে চার জন নারীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে সে তাদের একজন। ঘটনা সম্পর্কে সে জানায়:

“প্রথমে বাঙালিরা আমাদের ঘরের চালে ইট নিক্ষেপ করে। তখন আমরা তাদের বলি যে, কেন তোমরা ইট নিক্ষেপ করছ। আমরা তো তোমাদেরকে কিছু করছি না। বাঙালিরা তখন বলে যে, ‘হেই বেটা তোমাদের জায়গা নাকি? এটা তোমাদের জায়গা নয়। এটা আমাদের জায়গা। এখানে আমরা ঘর বানাবো।’ আমাদের ঘর থেকে তারা আমাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চায়। চলে না গেলে খবর আছে বলে তারা হুমকি দেয়। আমরা বলি যে, এটা আমাদের জায়গা। এই জায়গা ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।

“এরপর প্রায় ২০ জনের মতো বাঙালি ছেলে আমাদের ধরে নিয়ে যায়। তারা আমাদেরকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যায়। ভিতরে নিয়ে গিয়ে তারা আমাদের ধর্ষণ করে। দেখলে তাদের চিনতে পারবো। আজিম মেম্বার এর নেতৃত্বে এ ঘটনা হয়। এখন আমার খুব ব্যাথা লাগছে। আমি সারাজীবন আর ঠিকমতো বাঁচার মতো বাঁচতে পারবো না।”

বর্তমানে সে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ইউপিডিএফ-এর পতাকার অর্থ

লাল: শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিক। **নীল:** পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান নদী কর্ণফুলি, চেঙ্গি, মাইনী, কাচালং, ফেনী, শঙ্খ ও মাতামুহুরীর মিলিত প্রবাহ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ঐক্য সংহতি ও সমৃদ্ধির প্রতিক। **সাদা তারকা** (পঞ্চ কোণাকৃতির) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিক।

বৈসাবি উৎসব বর্জনের ডাকে ব্যাপক সাড়া

মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, অব্যাহত ভূমি বেদখল ও সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে বৈসাবি বর্জনের যে ডাক দেয়া হয়েছে তাতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে বৈসাবি বর্জন করেছেন।

খাগড়াছড়িতে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, র‍্যালী বের হয়নি। মূল বৈসাবির দিন লোকজন বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়নি। মানিকছড়িতে মহামুনি মেলা জমেনি। রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতি বৈসাবি বর্জনের ডাকে সমর্থন না দিলেও বৈসাবির অনুষ্ঠান সীমিত করতে বাধ্য হয়। বান্দরবানেও বৈসাবির আমেজ ছিল ম্রীয়মান।

ইউপিডিএফ বৈসাবির প্রথম দিন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ও নববর্ষের দিন জেলা পার্টি অফিস, গিরিফুল, ধর্মপুর, খবংপুজ্যা, গুইমারা, পানছড়ি, মালছড়ি, মাইসছড়িসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় পার্টির তারকা খচিত পতাকা উত্তোলন করে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে সেনা ও পুলিশ মালছড়িতে ইউপিডিএফ-এর পতাকা নামিয়ে দিয়েছে। ইউপিডিএফ এর কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।

৩ এপ্রিল মাইসছড়িতে সেটলার হামলায় আহত কয়েকজনের ছবি

শ্রীলংকায় মাইসছড়ি ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলন

কলম্বো প্রতিনিধি॥ ১১ এপ্রিল

গত ৩ এপ্রিল মাইসছড়ির নোয়া পাড়া ও জয়সেন পাড়ায় সেটলার হামলা, অব্যাহত ভূমি বেদখল ও সরকারের দমন পীড়ন সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরতে ১০ এপ্রিল কলম্বোতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস ভিক্ষু সংঘ-শ্রীলংকা (BCHBS-S) এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। শ্রীলংকার সরকারী টিভি চ্যানেল রূপবাহিনীসহ ৫টি প্রাইভেট টিভি চ্যানেল আই.টি.এন., টি. এন. এল., DERENA, SIRISHA I SWARNA BAHINIHI এর প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এসব টিভি চ্যানেলগুলোতে যথারীতি BCHBS-S এর বক্তব্যগুলো প্রচার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও সংবাদ সম্মেলনের খবর ছাপা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ভদন্ত অরমকীর্তি থেরো এবং BCHBS-S এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১৫ জন প্রতিনিধি।

সংসদ সদস্য ভদন্ত অমরকীর্তি থেরো সম্প্রতি মাইসছড়িতে জুম্মদের ওপর সেটলারদের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব ন্যাক্কারজনক ঘটনার জন্য দায়ি। কেননা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে লক্ষ লক্ষ বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদেরকে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা গণহত্যা, ভূমি বেদখল, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ ইত্যাদি জঘন্য ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে বার বার একই ধরনের ঘটনার

৩য় পাতায় দেখুন

“উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশেই সব কিছু হয়”

-জনৈক সেনা কমান্ডার

মাইসছড়ি ঘটনার পরদিন ইউপিডিএফ-এর একটি তদন্ত দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সেখানে নোয়া পাড়ায় লোকজনের সাক্ষাতকার নেয়ার পর সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য তাদের হয়রানি করে। এক সেনা কর্মকর্তা তদন্ত টিমের ভিডিও ক্যামেরাটি জব্দ করতে চায়। অবশ্য দু' একজন সেনা অফিসার ভালো আচরণও দেখান।

একজন সাধারণ সিপাহী তদন্ত টিমের সদস্যদের সাথে আন্তরিকভাবে আলাপ জুড়ে দিতে চাইলে এক হাবিলদার তাকে বাধা দেয়। তাদের পাহারা রত একজন মেজর (নেম প্লেট ছিল না) তদন্ত দলের সদস্য সোনালী চাকমার সাথে আলাপের সময় বলেন, “এখানে যা ঘটে তা সাধারণ মানুষের চিন্তা থেকে হয় না। এ ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের কোন দোষ নেই। উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশেই সবকিছু হয়।”

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ■ ১৭ এপ্রিল ২০০৬ ■ বুলেটিন নং ৩৮

মাইসছড়িতে সেটলার হামলা ও বৈসাবি উৎসব বর্জন

৩ এপ্রিল উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মাইসছড়ির দুইটি গ্রামে যে বর্বরোচিত সেটলার হামলা হয়েছে তার নিন্দা জানানোর জন্য কোন ভাষা যথেষ্ট নয়। এই হামলায় ৫০ জন পাহাড়ি আহত হয়েছেন, বৌদ্ধ ভিক্ষু লাঞ্ছিত হয়েছেন ও ৪ নারী ধর্ষিত হয়েছেন। হামলাকারী সেটলাররা বাড়িঘরেও ব্যাপক লুটপাট চালায়।

হামলার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় উঠে। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং দেশের বাইরেও প্রতিবাদ হয়েছে। মনে অত্যন্ত গভীর দুঃখবোধ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিসত্তাসমূহের প্রধান সামাজিক উৎসব বৈসাবি বর্জনের ডাক দেয়া হয় মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, অব্যাহত ভূমি বেদখল ও সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে। এই একটি কর্মসূচীর মাধ্যমে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেয়া হলো যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ সুখে নেই এবং তাদের ওপর দমন-পীড়ন চলছে। জনগণের ওপর এত অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও যদি হৈহুল্লোড় করে উৎসব করা হতো তাহলে তা একদিকে যেমন দুনিয়াবাসীর কাছে ভুল "ম্যাসেজ" যেতো, তেমনি হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি চরম উদাসীনতা ও অবজ্ঞা দেখানো হতো। শাসক গোষ্ঠিই তো চায় একদিকে আমাদের ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও পরিচিতি কেড়ে নিয়ে নিজ মাতৃভূমিতে পরবাসী করতে, এবং অন্যদিকে রেডিও টিভিতে এমনভাবে উপস্থাপন করতে যাতে সবার মনে এই ধারণা হয় যে "এরা আদিম উপজাতি" এবং এরা সুখে আছে। সে জন্য তথাকথিত 'আদিবাসী মেলা' 'আদিবাসী বর্ষ' উৎযাপনে সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থন দেখা যায়। কোন একটি জাতিকে পদানত রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠিগুলো প্রথমেই দুটো কাজ করে: এক. শাসিত জাতির মনোবল ভেঙে দেয়া, তাদেরকে মানসিকভাবে দাস, হীন করে রাখা। দুই হলো শাসিতদের এটা বুঝিয়ে দেয়া যে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে চাইলেই দমন-পীড়ন অনিবার্য। সুতরাং সাবধান। কিন্তু শাসকগোষ্ঠিগুলোর জন্য দুঃখজনক ব্যাপার হলো সবকিছু তাদের মতো করে হয় না। দুনিয়ায় নিপীড়িত জাতি ও জনগণ বার বার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন ও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসব বর্জনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জানিয়ে দিয়েছেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে জানেন। আমাদের এই ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করতে হবে। বিজয় আমাদের অনিবার্য।

মাইসছড়িতে সেটলার হামলার প্রতিবাদে বিদেশী মানবাধিকার সংগঠনের চিঠি

[জাপান, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া থেকে ২৭টি সংগঠন ও ২৫৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে মাইসছড়ি ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। জাপানস্থ "জুম্ম নেট" নামের একটি সংগঠন এর উদ্যোক্তা। স্বাধিকার পাঠকদের জন্য উক্ত চিঠি হুবহু অনুবাদ করে ছাপনো হলো। - সম্পাদক]

১৩ এপ্রিল ২০০৬
বেগম খালেদা জিয়া, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহোদয়,

আমরা গত ৩ এপ্রিল ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মালছড়ি উপজেলাধীন সাপ্রু পাড়া, জয়সেন পাড়া, চক্র কার্বারী পাড়া ও নুয়া পাড়ার আদিবাসী বাসিন্দাদের ওপর বাঙালি সেটলারদের সহিংস হামলা সম্পর্কে আমাদের গভীর উদ্বেগ জানিয়ে এই চিঠি লিখছি। সেটলার কর্তৃক দুইটি মারমা মেয়ে নির্মমভাবে ধর্ষণের শিকার হয়েছে জেনে আমরা ভীষণভাবে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ। জমি জবরদখলের প্রচেষ্টা হিসেবে উক্ত হামলায় একটি বৌদ্ধ আশ্রম ও অনেক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে, ৩০ জন আদিবাসী আহত হয়েছেন, এদের মধ্যে অনেকের আঘাত গুরুতর। এটা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক যে ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে অবস্থিত নুয়াপাড়া আর্মস পুলিশ ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পের সৈন্যরা হামলা রোধ কল্পে কোন কিছু করেনি এবং তাদেরকে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় দেখা গেছে।

এ ঘটনা এমন সময়ে ঘটেছে যখন ঐ এলাকায় বাঙালি সেটলার কর্তৃক আদিবাসী জনগণের জমি বেআইনীভাবে জবরদখল বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন:

গামারীঢালা এলাকায় মিলিটারি সদস্যদের সহায়তায় ও পাহারায় আদিবাসীদের মালিকানাধীন আনুমানিক ১০০ একর জমিতে ১১৫টির অধিক বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। সেনা কর্তৃপক্ষ উক্ত বাড়িঘর তুলে নেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা রক্ষা করা হয়নি।

বৌদ্ধ শিশুঘর আশ্রমটির প্রায় সমস্ত জায়গা বেআইনীভাবে দখল করা হয়েছে।

গত ৪ মার্চ এই সমস্ত জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে গেলে বেশ কয়েকজন আদিবাসীকে সেনাবাহিনী কর্তৃক মারধর ও গ্রেফতার করা হয়। পরদিন সেনারা খাগড়াছড়ি আদালতে ঢুকে তাদের দু'জনকে বের করে আনে এবং হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে বানানো ছবি ওঠায়। তারা এখন পুলিশী হেফাজতে রয়েছে এবং তাদেরকে অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

সুতরাং, কিভাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য পদ চাইতে পারে যখন তার নিজের দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এ রকম নাজুক? আর কত কাল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণ নীরবে অত্যাচার সহ্য করবেন যখন সেই নিরাপত্তা বাহিনীর চোখের সামনেই তাদের জমি, জীবন ও মর্যাদা লুণ্ঠন করা হচ্ছে যে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের রক্ষার জন্য নিয়োজিত বলে দাবি করা হয়? শ্বেতাঙ্গরা আমেরিকায় আদিবাসীদের বিরুদ্ধে অথবা জাপান আইনু জনগণের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে বাংলাদেশকে কি সেই একই ধরনের অপরাধ করতেই হবে? যে জাতি নিজের ভাষা ও পরিচিতি রক্ষার জন্য এত মহান যুদ্ধ করেছে সেই জাতির কি উচিত নয় আদিবাসী জনগণের নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনধারা রক্ষার আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা?

আমরা এই জঘন্য ঘটনার অবিচারের প্রতিকার বিধানের লক্ষ্যে অচিরে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য (বাংলাদেশ) সরকারের কাছে জোর আহ্বান জানাচ্ছি:

১. ৩ এপ্রিল সাম্প্রদায়িক হামলার হোতাদের এবং বিশেষত ধর্ষণ ঘটনার সাথে জড়িতদের আইনানুগ শাস্তি দিন। ২. আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিন, ক্ষতিপূরণ দিন ও পুনঃ হামলা বা জমি জবরদখল থেকে রক্ষা করুন। ৩. ৩ এপ্রিল ঘটনায় নুয়া পাড়া আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ও গামারীঢালা এলাকায় ভূমি জবরদখলের ক্ষেত্রে সেনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকার তদন্ত করুন। ৪. গামারীঢালায় বিবাদিত জমিতে সেটলারদের নির্মাণ করা নতুন বাড়িঘর সরিয়ে ফেলুন ও জমিগুলো আদিবাসী মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিন। ৫. ৪ মার্চ গ্রেফতারকৃত আদিবাসীদের ছেড়ে দিন ও তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা তুলে নিন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আমাদের সরকারের এবং বিশেষত সরকারী উন্নয়ন সহায়তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করবো। সুতরাং উপরোক্ত ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া না হলে তা আমাদের নজর এড়াবে না।

তাকাশি সিমোজাওয়া, *সভাপতি, জুম্ম নেট*

স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলো হলো: Asian Centre for Human Rights, Australia Jumma Federation, Ayus - A Network of Buddhist Volunteers on International Cooperation, Chittagong Hill Tracts Children's Fund, International CHT Committee for Peace (ICCP), Japan CHT Committee, Jumma Peoples Alliance (JPA), Jumma Peoples Network of the Asia Pacific, Jumma Peoples Network UK (JPN UK), Jumma Peoples Network-Japan,

দেখুন পাতা ৩

তবলা কুংব্যয় পাহাড়িদের জায়গা দখল করে সেটলার বাঙালিদের ঘর নির্মাণ

অংগ্য মার্মা ও আপ্রু মার্মা

সরেজমিন প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় পাহাড়িদের জায়গা দখল করে সেখানে সেটলার বাঙালিদের বসতিস্থাপন অধিকহারে বেড়েছে এই কয়েক বছরে। তবলা কুংব্যয়ও (তবলা পাড়া) তার ব্যতিক্রম নয়। গত ৫-৬ মাস আগে থেকে "এগার মাইল গুচ্ছগ্রাম" থেকে বহিরাগত বাঙালিরা তবলা পাড়ায় পাহাড়িদের (মার্মা) ভোগ-দখলীয় জায়গা নিজেদের বলে দাবি করে আসছে। গত ১৬ মার্চ'০৬ সরেজমিন তদন্তে এই চিত্র স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারী'০৬ শাহা আলম ও কালা নামে দুই পরিবার সেটলার বাঙালি তবলা পাড়ায় ঘর নির্মাণ করে মইশে মার্মার ভোগ-দখলীয় জায়গায়। শাহা আলম মইশে মার্মার সমস্ত জুম চাষের জায়গা দখল করে বর্তমানে কচু চাষের ব্যবস্থা করছে। মইশে মার্মা ও তার স্ত্রী পেইসেংদা মার্মা জানান, ৫-৬ মাস আগে থেকে তাদের নিজেদের ভোগ-দখলীয়, বংশ পরম্পরায় বসবাস ও চাষাবাদ করে আসা জায়গাকে শাহা আলম নিজের বলে দাবি করে ভূয়া কাগজপত্র দেখাচ্ছে।

পেইসেংদা মার্মা আরো জানান, "এই অনুপ্রবেশকারী সেটলার বাঙালিদেরকে ১৯৮১-১৯৮৩ সালে তবলা পাড়ার বাইরে ১১মাইল রাস্তার দু'ধারে বসতি করে দেয়া হয় এবং তার অনতিদূরে তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য গড়ে তোলা হয় পাটাছড়া আর্মি ক্যাম্প। বর্তমানে আমরা খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছি। আমাদের জুম চাষের সব জায়গা শাহা আলম ও কালা নামে দুই পরিবার বহিরাগত বাঙালি দখল করে রেখেছে আর আর্মিদের মাধ্যমে ভয় দেখাচ্ছে। তিনি আরো জানান, আজ ১৬মার্চ'০৬ পাটাছড়া আর্মি ক্যাম্পে যাবার জন্য ক্যাম্প থেকে খবর পাঠানো হয়েছে। অনেকে গেছেন আর অনেকে যায় নি। ১৪মার্চ শাহা আলম, কালা এক জিপ সেটলার ও এক পিক আপ আর্মি নিয়ে এসে উক্ত জায়গাগুলো তাদের বলে আর্মিদেরকে দেখায়। এ সময় আর্মিদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন।

এই প্রতিবেদকদ্বয়কে খাজাঅং মার্মা জানায়, ১৪মার্চ'০৬ আর্মিসহ সেটলার বাঙালিরা এসে জায়গাগুলো আর্মিদের দেখায় এবং পরে এলাকার গ্রাম্য মুরুব্বী এবং হেডম্যানকে পাটাছড়া আর্মি ক্যাম্পে ১৬ তারিখ যাবার জন্য ক্যাম্প কমান্ডার বলে যায়। নির্দেশ অনুযায়ী খাজাঅং মার্মা ক্যাম্পে যান। "মিটিঙের নামে ক্যাম্পে সালাউদ্দিন পাহাড়িদের শাসিয়ে বলে যে, তবলা কুংব্যয় এলাকায় ৫একর করে জমি প্রত্যেক বাঙালি পরিবার আগে পাবে। তারপর বাকী অংশ পাহাড়িরা পাবে", উক্ত ক্যাম্প কমান্ডারের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো জানান যে আমরা সেখানে যাওয়ার আগে দাড়িশে (ডাক নাম) নামে এক সেটলার বাঙালি ১১ মাইল থেকে কয়েকজন সেটলারকে নিয়ে খাজাঅংকে তার জায়গায় ঘর নির্মাণে বাঁধা প্রদান করে। উক্ত সেটলার বলে যে, আমরা নাকি ক্যাম্পে যাই নি। সুতরাং এই জায়গা তাদের। এ কথার উত্তরে খাজা অং তাকে জানায় যে, সে তার নিজের জায়গায় ঘর নির্মাণ করছে। আর সেও ক্যাম্পে গেছে এবং সেনারা ক্যাম্প থেকে কি বলেছে তাও সে জানে।

শাহালম ও তার পরিবার। তবলা পাড়ায় মংসা মার্মার জায়গায় তারা ঘর নির্মাণ করেছে, ছবি: অংগ্য মারমা।

মংশেঅং মার্মা ও ম্যামং মার্মা জানান, এই এলাকায় তার পিতা-মাতা, দাদা-দাদীরা বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছেন। কিন্তু বিগত ৫-৬ মাস আগে থেকে সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের জায়গার গাছ গাছালি ও জায়গা-জমি নিজেদের বলে দাবি করছে ও ভূয়া কাগজপত্র দেখাচ্ছে। পাটাছড়া আর্মি ক্যাম্পে মিটিঙে গিয়ে সইপ্রু মৌজার হেডম্যান থৈইচিংপ্রু চৌধুরী ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনকে বলেন যে, সেটলাররা তবলা পাড়ায় যে সব পাহাড়ি জমি নিজেদের বলে দাবি করে কাগজপত্র দেখাচ্ছে সেগুলো সব ভুয়া। তাছাড়া উক্ত জায়গাগুলো সুইপ্রু মৌজার নয়। সেসব জায়গা নাভাঙ্গা মৌজার ভিতরে পড়েছে। তখন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন বলেন যে, যেই মৌজায় হোক না কেন বাঙালিরা তাদের ৫ একর জায়গা পাবে। থৈইচিংপ্রু চৌধুরী যখন কথা বলতে চান তখন তাকে থামিয়ে দেয় ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন। তারপর থেকে আর সেনা ক্যাম্পে যাননি থৈইচিংপ্রু চৌধুরী। তারা আরো জানান যে, বাঙালিদের মধ্যে থেকে ১১ মাইল এলাকার কামাল মেম্বার এবং রামগড়ের বেলায়েত হোসেন ভুইএগ্রা ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম।

এখানে বড় প্রশ্ন হলো, উক্ত সেনা কমান্ডার কোন আইনের অধিকার বলে জমি বন্টনের ঘোষণা দেন এবং তাও আবার পাহাড়িদের মালিকানাধীন জমি? এভাবে ভূমি বেদখল অব্যাহত থাকলে পাহাড়ের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। কারণ পাহাড়িদের প্রতিরোধ করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। আর কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয় তাও তাদের জানা আছে।

শুকুকিছড়য় ৬৫০০ বাঙালি পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র:

গুইমারার কুকি ছড়ায় (লাংঙ্গে) স্থায়ীভাবে পুলিশ ক্যাম্প/ফাড়ি বসিয়ে ২৫০০ বাঙালিকে পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র চলছে। পুলিশ ক্যাম্প/ফাড়ি নির্মাণের টেন্ডার পায় মো: কামাল। তিনি গত একমাস আগে সেখানে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু করে। লাংঙ্গে (কুকিছড়া) এলাকার জনগণ দুইবার উক্ত বিল্ডিং ভেঙ্গে দেয়। কারণ যে সব সেটলার বাঙালিদের সেখানে বসতি স্থাপন করতে সরকার এবং সেনাবাহিনীদের নীল-নকশা তৈরি করেছে তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে এই পুলিশ ফাড়ি। কাজেই তা পাহাড়িদের কখনো মঙ্গল বয়ে আনবে না। সেখানে যদি পুলিশ ক্যাম্প/ ফাড়ি হয় তাহলে সেটলার বাঙালিদের বসতিস্থাপনের কাজ আরো দ্রুত হবে। তাই ঐ এলাকার জনগণ খুবই চিন্তিত এবং শংকিত অবস্থায় রয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে বলেন যে, আমাদের পাহাড়িদের মুরুব্বীরাও তো ঠিক নেই। তারাও এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত রয়েছে। খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার গুইমারার কংজুরী চৌধুরীকে দিয়ে এই পুলিশ ফাড়ি নির্মাণের কাজ করছেন বলে জনগণ জানান। জানা গেছে এই পুলিশ ক্যাম্প/ফাড়ি পুন:নির্মাণ করা হবে উক্ত জায়গায় নতুবা বড়ইতলিতে (সিন্দুকছড়ি যাবার রাস্তায়)। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কুকিছড়া (লাংঙ্গে) পুলিশ ফাড়ির ভবনটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অপরদিকে কয়ত্ (কবুতর ছড়া) ৪,০০০ সেটলার বাঙালিকে পুনর্বাসনের জন্য সরকারীভাবে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। এতে এলাকার জনগণের মধ্যে জমি হারানোর ও উচ্ছেদ হওয়ার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। *রিপোর্টঃ ২১ মার্চ ২০০৬*

উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে

১ম পাতার পর

সংগঠন এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস তাদের সাপ্তাহিক রিভিউর চলতি সংখ্যায় মাইসছড়ি ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত সেনা নির্যাতন ও ভূমি বেদখলের চিত্র তুলে ধরেছে। সংগঠনটির ওয়েবসাইটে (http://www.achrweb.org) লেখাটি পাওয়া যাবে।

তদন্ত টিম

সরেজমিন তদন্তের জন্য অনিমেষ চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ -এর একটি প্রতিনিধি দল ৪ এপ্রিল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তদন্ত টিমের সদস্যরা সেখানে গিয়ে ঘটনার শিকার লোকজনের সাক্ষাতকার নেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত দলটি তাদের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করবে।

দরকার সংগঠিত প্রতিরোধ

মাইসছড়ির সেটলার হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলোকে তাদের মাতৃভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য একের পর এক যে গণহত্যা, হামলা ও আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, মাইসছড়ির ঘটনা তারই ধারাবাহিক সংযোজন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যারা এই ঐক্যের বিরোধীতা করবে তাদেরকে জনগণের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে ও তাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে। কোন একটি দলের স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট মানসিকতা-সম্পন্ন নেতার কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ চিরদিন জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না।

যে কোন গণবিরোধী অপশক্তি বলীবর্দের মতো কোন কোন সময় তার শক্তিমত্তা দেখাতে সক্ষম হলেও, তা অবশ্যই সাময়িক। সংগঠিত গণসংগ্রামের জোয়ারে তারা ভেসে যেতে বাধ্য - এটাই হলো ইতিহাসের অমোঘ সত্য। সেজন্য আমরা যেমন স্বৈরাচারী এরশাদের দোর্দন্ড প্রতাপ দেখেছি, তেমনি দেখেছি তার করুণ পরিণতি। গণপ্রতিরোধের কাছে হিটলার, মুসোলিনির মতো ফ্যাসিস্ট দানবীয় শক্তির পতনও আমরা দেখেছি। সুতরাং, আজ যারা জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদেরকে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই। জনগণের ওপর নির্যাতনকারী জালিম সেনা কমান্ডারদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। একদিন যুদ্ধাপরাধের দায়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। জনগণের ওপর হামলা ও নির্যাতনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আর জনগণের কাছে আমরা বলতে চাই নতুনভাবে অধিকার আন্দোলনের লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াইয়ে প্রত্যেক নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সবাইকে এক একজন যোদ্ধা হয়ে উঠতে হবে। যে কোন হামলার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকতে আর বাকি নেই। আমরা ভয়ে বহুবার পালিয়েছি। এক দশক ধরে ভারতে কষ্টকর দুর্বিসহ শরণার্থী জীবন কাঠিয়ে এসেছি। সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে। কিন্তু আমাদের ওপর হামলা অত্যাচারের কোন বিরাম নেই। এই অন্যায়ের, এই হামলা অত্যাচারের কোথাও প্রতিকার নেই। সুতরাং জনগণকেই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিজেদের অধিকার নিজেদেরকেই ছিনিয়ে আনতে হবে।

সেনা কর্তৃক আদালত অবমাননার নজীর বিহীন ঘটনা

শেষ পাতার পর

বছরের পর বছর ধরে।

উপরে ভূমিকার পর ঘটনা বর্ণনা করা যাক। গত ৫ মার্চ রবিবার বেলা অনুমান ৩ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়িতে আদালত চলাকালে ক্যাপ্টেন জাহিদ এর নেতৃত্বে কতিপয় সেনা সদস্য আদালতে প্রবেশ করে পুলিশের হেফাজত থেকে ইতিপূর্বে আটককৃত দুই ব্যক্তিকে অনুমতি ছাড়া বের করে নিয়ে আসে, তাদের দু'জনের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তোলার পর আবার অস্ত্রগুলো নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চলে যায়।

উক্ত দুই ব্যক্তিকে - সুশীল চাকমা ও কমলা রঞ্জন চাকমা - তার আগের দিন সেনা সদস্যরা বিজিতলা থেকে গ্রেফতার করেছিল। এরা দু'জনই নিরীহ গ্রামবাসী।

আদালত চলাকালে এভাবে বন্দী ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনাকে নজীর বিহীন আখ্যায়িত করে খাগড়াছড়ি জেলা আইনজীবী সমিতি ঐদিনই এক বিবৃতি দেয়।

এডভোকেট আশুতোষ চাকমা স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "উক্ত ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা আইনজীবীগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই উদ্বিগ্ন। উহা আদালত অবমাননা ও বিচার ব্যবস্থার ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ"।

তিনি উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে সকল দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।

উক্ত সেনা কমান্ডার ও সিপাহীদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

শ্রীলংকায় মাইসছড়ি ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলন

১ম পাতার পর

পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের লক্ষ্যে JHU (Jatika Hela Urumaya) কি ভূমিকা পালন করতে পারে সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে থেরো বলেন, ঔঐট কলম্বোস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনারের সাথে সাক্ষাত করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।

BCHBS-S এর প্রতিনিধিরা মাইসছড়িতে সেটলার হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংখ্যালঘু জুম্ম বৌদ্ধ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের আবাসভূমি। এখানে তারা স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর অস্তিত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দেয়ার জন্য ৪ লক্ষাধিক বাঙালিকে সেখানে নিয়ে আসা হয়। সেই সাথে মোতায়েন করা হয় দেশের এক তৃতীয়াংশ সৈন্যবাহিনীকে। এখন এই সেনা সেটলাররা পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা সংঘটিত করছে, পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালাচ্ছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের জায়গা জমি জোর করে দখল করছে, নারীদের ধর্ষণ করছে। দোষী সেনা সদস্যদের শাস্তি দেয়ার বদলে প্রমোশন দেয়া হয়।

তারা আরো বলেন, পার্বত্য চুক্তির পর আট বছর অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নেই সেখানে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন। সেনা ক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে সেনা শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে সেটলার কর্তৃক বেদখল করা পাহাড়িদের জমি ফিরিয়ে না দিয়ে নতুন করে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে। নতুন করে সেটলার নিয়ে আসা হচ্ছে। এসব প্রতিবাদ করা হলে রাজনৈতিক নেতা কর্মি ও সাধারণ জনগণকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এক কথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ এক নিষ্ঠুর শাসনে বন্দী।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে জাতিসংঘ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা জানতে BCHBS-S প্রতিনিধিরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ওপর তেমন চাপ প্রয়োগ করছে না। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ জানান।

"একথা বলার পরপরই বাঙালিরা আমাকে ঘিরে ধরে এবং চীবর ধরে টেনে নিয়ে যায়"

১ম পাতার পর

মেয়ে এবং বাঙালী মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে ২মার্চ'০৬ বিকেলে। তারপর সোমবার ৩ মার্চ'০৬ বাঙালি মেয়ে ২০/২৫ জনের মতো আবার ঐ জায়গা পরিষ্কার করতে যায়। ৩ জন পাহাড়ি মেয়ে এতে বাঁধা দেয়। তারপর এই ঘটনা ঘটে।

"বাঙালি মেয়েরা পাহাড়ি মেয়েদের ধরে এনে একজনকে বেঁধে রাখে এবং একজনকে আহত করে। আমি অফিসে যাওয়ার সময় বের হলে এ ঘটনা দেখতে পাই। আমি গিয়ে দেখি যে একজন বাঁধা। মাকে ছাড়ানোর জন্য তার মেয়েটি টানাটানি করছে। সেখানে ৪০/৫০ জন বাঙালি পুরুষও ছিল। তারপর কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে তারা কিছুই হয়নি বলে জানায়। এরপর আমি গিয়ে বললাম তাঁদেরকে ছেড়ে দাও। একথা বলার পরপরই বাঙালিরা আমাকে ঘিরে ধরে এবং চীবর ধরে টেনে নিয়ে যায়। এ সময় পিছনে ২টা আর্মি গাড়ি দেখে আমি আর্মিদের থামাতে বলি। আর্মিরা পুলিশ আসবে পুলিশ আসবে বলে চলে গেলো। তারপর বাঙালিরা আরো এগিয়ে আসে। কয়েক মিনিট পর আবার এক গাড়ি বাঙালি এসে পৌছলো। দা, লাঠিসোটা নিয়ে তারা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। তারপর তারা পাহাড়িদের ধাওয়া করতে থাকে। বাঙালিরা আমার কাছ থেকে সরে যায়। এ সময় একটি জিপ গাড়ি পেয়ে আমি মহালছড়ি চলে যাই।"

গাড়িতে করে যে বাঙালিরা এসেছে তাদেরকে চেনেন না বলে ভান্তে জানান। তবে যারা তাকে টানা হেঁচড়া করেছে তাদেরকে মুখ দেখলে চিনতে পারবেন বলে জানালেন। এ ধরনের আরো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ব্যক্ত করে তিনি বললেন:

"পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আজকে যে ঘটনা ঘটেছে আগামীতেও এ ধরনের আরো ঘটনা ঘটবে। একবার নয় বহুবার এ ধরনের ঘটনা ঘটবে। আমরা যেসব গাছপালা রোপন করেছি বাঙালিরা নিজেদের মত করে কেটে নিয়ে যায়। অথচ আমরা কাটতে গেলে তারা বাঁধা দেয়। এটা নাকি তাদের দেশ, তাদের সরকার, তাদের জায়গা। বাঁধা না দিলেও ক্ষতি হয়।"

যারা ধর্ষিত হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিলে খুবই ভাল হবে বলে তিনি জানান। "কারণ তারা অতিরিক্ত গরীব লোক। শন, বাঁশ ইত্যাদি বিক্রি করে তাদের জীবন চলে।"

প্রেস রিলিজ

রাঙামাটিতে আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা কাটসাট করার আহ্বান

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙামাটিতে ৪ দিন ব্যাপী আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা সংক্ষিপ্ত করার জন্য মেলার আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ৬ এপ্রিল এক যুক্ত বিবৃতিতে মেলার সমালোচনা করে বলেন, যখন খাগড়াছড়ির মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, সর্বত্র অব্যাহত ভূমি বেদখল ও সেনা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে, বৈসাবি উৎসব বর্জন সর্বসাধারণের দাবিতে পরিণত হয়েছে, তখন নির্যাতিত দুঃখী জনগণের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে জুম ঈসটেথিক কাউন্সিল কর্তৃক চার দিন ব্যাপী আদিবাসী সংস্কৃতি মেলার আয়োজন অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা এ ধরনের পরিস্থিতিতে মেলা আয়োজনকে সম্রাট নিরোর বাঁশী বাজানোর সাথে তুলনা করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, "জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হলো সংস্কৃতি চর্চার প্রথম কথা। অথচ ব্যাপক জনগণের সংগ্রামের সাথে একাত্ম না হয়ে জুম ঈসটেথিক কাউন্সিল কিভাবে "আদিবাসী জনগোষ্ঠির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি" রক্ষা করবে তা কারোর বোধগম্য নয়।"

নেতৃবৃন্দ হামলার শিকার মাইসছড়ির জনগণের সাথে সংহতি জানিয়ে ও খাগড়াছড়িতে বৈসাবি উৎসব বর্জনের আহ্বানের সাথে একাত্ম হয়ে মেলার ব্যাপ্তি কমিয়ে আনার জন্য জুম ঈসটেথিক কাউন্সিলের প্রতি আহ্বান জানান।

আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সন্তু লারমাকে পদত্যাগের আহ্বান

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, অব্যাহত ভূমি বেদখল ও সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগের জন্য সন্তু লারমা ও জনসংহতি সমিতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

উক্ত তিন সংগঠনের পক্ষে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা ১০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ একটি ক্ষমতাহীন লোকদেখানো সংস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কল্যাণে আজ পর্যন্ত যার কোন অবদান নেই। সুতরাং জনসংহতি সমিতির উচিত তাল পাতার সিপাই হয়ে না থেকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে জনগণের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হওয়া।

ঘটনার এক সপ্তাহ পরও মাইসছড়ি সফর না করায় যুব ফোরাম নেতা সন্তু লারমার কড়া সমালোচনা করে বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্র একের পর এক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও বৈসাবি উৎসবে আনন্দ ফূর্তির কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্যও সন্তু লারমার সমালোচনা করেন। তাঁর এটাকে সম্রাট নিরোর বাঁশি বাজানোর সাথে তুলনা করেন।

যুব ফোরাম নেতা বৈসাবি উৎসব বর্জনের আহ্বানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ, মারমা উন্নয়ন সংসদ, মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সর্বাত্মকভাবে বৈসাবি উৎসব বর্জন করে সরকারের অব্যাহত অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, অব্যাহত ভূমি আগ্রাসন ও সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বাংলা নববর্ষের দিন অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম ইউনিট মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, অব্যাহত ভূমি বেদখল ও সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে। যুব ফেরাম মহানগর শাখার সভাপতি রিংকু চাকমার সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ চট্টগ্রামে ইউনিটের অন্যতম সংগঠক অনিমেষ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা, যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা, বন্দর শাখার সভাপতি সুপ্রীম চাকমা ও পিসিপির সহসাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা জিম্পু। উপস্থাপনা করেন যুব ফোরাম নেতা বকুল চাকমা।

সমাবেশের আগে র‍্যালী বের করা হয়। ইতিপূর্বে যুব ফোরাম বন্দর ইউনিট বন্দরে বৈসাবি বর্জনের ডাক দেয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন কাউখালি শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশন কাউখালি থানা শখার কাউন্সিল ১ এপ্রিল তালুকদার পাড়ায় সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কাউন্সিলে সাধনা চাকমাকে সভাপতি, যুথিকা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও ঝিমিত চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বিদায়ী আহ্বায়ক যুবলিকা চাকমা। এতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে রীনা দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন এবং তিন নতুন কমিটিকে অনুমোদন দেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ কাউখালি ইউনিটের প্রতিনিধি উদয় চাকমা।

নতুন কমিটি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে।

বিদেশী মানবাধিকার সংগঠনের চিঠি

২য় পাতার পর

Network for Indonesian Democracy,Japan, NIPPONZAN MYOHOJI, Organising Committee CHT Campaign, Shimin Gaikou Centre (Citizens' Centre for Diplomacy), The Buddhist NGO Network of Japan, (BNN), The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR), The Japan Citizens' Coalition for the UN International Decade of the World's Indigenous Peoples, The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), Walking together with the Jummas, WE21 JAPAN, WE21 JAPAN Hiratsuka, WE21 JAPAN Izumi, WE21Japan Asahi, WE21Japan Ebina, WE21Japan Hodogaya.

স্বাধিকার ■ বুলেটিন নং ৩৮ ■ বর্ষ ১২ ■ সংখ্যা ২

সেনা কর্তৃক আদালত অবমাননার নজীর বিহীন ঘটনা

খাগড়াছড়ি জেলা আইনজীবী সমিতির বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর মেজর, লেফটেন্যান্ট, সার্জেন্ট এবং এমনকি সাধারণ সিপাহীদেরও যে কি পরিমাণ দাপট তা সবার জানা আছে। বলা হয় "বৃটিশ পার্লামেন্ট এত শক্তিশালী যে সে একজন পুরুষকে নারীতে ও একজন নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ছাড়া সবই করতে পারে।" একই কথা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কমান্ডারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে পার্থক্য এই যে, যেখানে বৃটিশ পার্লামেন্টের শক্তি নিহিত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণের মধ্যে, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাদের ক্ষমতা হলো আইন কিংবা পার্লামেন্ট নয়, তাদের শক্তির উৎস হলো বন্দুকের নল। এই বন্দুকের নলের জোরেই এরা পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের ওপর যা ইচেছ তাই করছে

৩য় পাতায় দেখুন

লক্ষ্মীছড়িতে পিসিপি নেতা সুশীল সহ গ্রেফতার ৩

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার সভাপতি সুশীল চাকমাকে সেনা সদস্যরা গ্রেফতার করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। তার বিরুদ্ধে অপহরণ ও চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ২৭ মার্চ লক্ষ্মীছড়ির টিএনও অফিসের কাছে বেলতলি পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সুশীল চাকমা লক্ষ্মীছড়িতে নিরীহ জনগণের ওপর সেনা বাহিনীর নির্যাতন, তল্লাশী, আটক, হুমকি প্রদান ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করে আসছিলেন। এ জন্য তিনি লক্ষ্মীছড়ি জোনের সেনা কর্মকর্তা বিশেষত মস্তাফিজুরের টার্গেটে পরিণত হন। লক্ষ্মীছড়ির জনগণ মনে করেন একটি প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেয়ার জন্য সেনারা তাকে গ্রেফতার করে জেলে দিয়েছে।

তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা অত্যন্ত ষড়যন্ত্রমূলক। যে সব মামলায় তাকে জড়িত করা হয়েছে সেগুলো বহু পূর্বের। অপহরণ ও চাঁদাবাজির সাথে জড়িত থাকলে সে সময় কেন তাকে গ্রেফতার করা হলো না?

এছাড়া, ২১ মার্চ লক্ষ্মীছড়ি জোনের সেনারা দুধ্যা গ্রামের হিন্দু কুমার চাকমা ওরফে মেজাঙ্যা (৪০) পিতার নাম ভারত্যা চাকমা ও ওলোদ্যা পাড়ার নিসাই প্রু মারমা (৪০) পিতার নাম পাইং প' মারমা নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এরা দু'জই অত্যন্ত নিরীহ চাষা। কি কারণে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানা যায়নি। ৫৪ ধারায় তাদেরকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

লক্ষ্মীছড়িতে সেনারা যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তাদের চাপে পুলিশও অনন্যোপায় হয়ে মিথ্যাভাবে মামলা দিতে বাধ্য হয়। সেনাবাহিনীর অত্যাচার সেখানে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

মাইসছড়িতে সেটলার হামলার প্রতিবাদে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মৌন মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ

খাগড়াছড়ি, ৯ এপ্রিল

মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, লুটপাট, ধর্ষণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে মৌন মিছিল বের করে ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করে।

খাগড়াছড়িতে শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু সারিবদ্ধভাবে মৌন মিছিলে অংশ নেয়। মিছিলটি স্মারকলিপি দেয়ার জন্য চেঙ্গী স্কোয়ার থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দিকে গেলে পুলিশ ডিসি অফিসের গেটে আটকায়। প্রায় পৌনে এক ঘন্টার মতো তাদেরকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পরে ভিক্ষুরা জানান যে তারা ডিসির কাছে স্মারকলিপি না দিয়ে চলে যাবেন না। প্রয়োজনে সারা দিন সারা রাত তারা সেখানে অবস্থান করবেন। পরে ডিসি গেটে এসে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

রাঙ্গামাটিতে মৌন মিছিলটি কাঁঠালতলীর মৈত্রী বিহার থেকে শুরু হয়। কয়েক শ' বৌদ্ধ ভিক্ষু বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানারসহ এতে অংশ নেন। ডিসি অফিসে পৌঁছলে তারা সেখানে একটি সমাবেশ করেন। ভিক্ষু সংঘের মহাসচিব সত্যানন্দ মহাথেরো প্রধানমন্ত্রী বরাবরে ৭ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ফরিদ আহম্মদ ভূঁইয়ার কাছে হস্তান্তর করেন।

১ম খাগড়াছড়ি জেলা যুব সম্মেলনে পুলিশের বেপরোয়া হামলা

খাগড়াছড়ি হাই স্কুল মাঠে পুলিশ যুব ফোরামের সমর্থকদের ধাওয়া করছে। ১৫ এপ্রিল ২০০৬। ছবিঃ রিকো চাকমা।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে খাগড়াছড়িতে প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত জেলা যুব সম্মেলন শেষে আয়োজিত মিছিলে পুলিশের বেপরোয়া লাঠি হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের আজো ছেড়ে দেয়া হয়নি। পরিকল্পিত হামলার পর যুব ফোরামের ১২০ জন নেতা কর্মির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম তিন ভাগে বিভক্তঃ উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ। উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ খাগড়াছড়িতে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১৫ হাজার যুবক-যুবা অংশ নেন। এমনকি বয়স্ক লোকজনও সম্মেলনে যোগ দিয়ে যেন তাদের ফেলে আসা তারুণ্যকে নতুনভাবে ফিরে পান সেদিন।

"সেনা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন, ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন" ছিল সম্মেলনের মূল শ্লোগান। স্বনির্ভর এলাকায় দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সমন্বয়ক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নেতা অঙ্গ মারমা, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতরি সভাপতি প্রভাকর চাকমা, খাগড়াছড়ি ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি রবি শঙ্কর তালুকদার ও বাংলাদেশ জাতীয়

খাগড়াছড়ি জেলা যুব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দর্শক শ্রোতাদের একাংশ

মুক্তি কাউন্সিল চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক আমীর আব্বাস।

সম্মেলন শেষে একটি বিশাল র‍্যালী বের করা হয়। ২০০১ ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী সমাবেশের পর এটাই ছিল খাগড়াছড়িতে সর্ব বৃহৎ জন সমাবেশ। মিছিল করে ডিসি অফিসে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘট করার উদ্দেশ্য ছিল আয়োজকদের। মিছিলটি সেনা নির্যাতন ও ভূমি বেদখল বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগানে মুখরিত হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ারে পুলিশের প্রথম ব্যারিকেডের মুখে পড়ে। অবশ্য পুলিশ এত বিশাল জনতা দেখে সরে যায়। এর পুলিশ আবার শাপলা চত্বরে বাধা দেয়। মিছিলটি সেখানে পৌঁছলে পুলিশ ব্যানার কেড়ে নেয়ার জন্য মারমুখী হয়ে চেষ্টা চালায়। কিন্তু মিছিলকারীরা তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় ও পুলিশ পথ ছেড়ে দেয়। অতঃপর মিছিলের একটি অংশ ডিসি অফিসের গেটে পৌঁছলে পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর চড়াও হয়। বেপরোয়া লাঠির আঘাতে ইউপিডিএফ নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমাসহ অনেকে আহত হয়। ফলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ২৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বর্জনের ডাক দেয়। এছাড়া ২০ মার্চ খেজুর বাগানে প্রতীকি গণ অনশন, ২৩ মার্চ থানা সদরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ২৫ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলা সদরে কালো পতাকা মিছিল বের করা হয়। যুব ফোরাম চট্টগ্রাম ইউনিট ১৫ মার্চ খাগড়াছড়িতে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

ইউপিডিএফ-এর চরমপত্র প্রকাশ

ইউপিডিএফ বৈসাবি উপলক্ষে সরকারের উদ্দেশ্যে এক চরমপত্র জারি করেছে ও জেএসএস-এর সশস্ত্র জঙ্গিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ আগামী জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর ২৬ ডিসেম্বর পার্টির ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে অনেক জেএসএস সদস্য এই ঘোষণায় সাড়া দিয়ে জেএসএস-এর ভুল রাজনীতি পরিত্যাগ করেছে।

চরমপত্রে গণবিরোধী জালিম সরকারের পদত্যাগ ও শাসন ক্ষমতা একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়ার দাবি করে বলা হয়েছে এ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন অর্থহীন।

চরমপত্রে জনগণকে ইউপিডিএফ-এর ঘোষণার দিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে, কারণ এই পার্টিই এখন আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বর্জনের সমর্থনে খাগড়াছড়িতে মার্চ কালো পতাকা মিছিল

খাগড়াছড়ি, ২৫ মার্চ

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম জেলায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বর্জনের সমর্থনে কালো পতাকা মিছিল করেছে। ১৫ মার্চ শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদ, আটককৃতদের মুক্তি ও দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বর্জনের ডাক দেয়া হয়।

কালো পতাকা মিছিলে সাত শতাধিক যুবক-যুবা অংশ নেন। তারা সেনা নির্যাতন, ভূমি বেদখল ও পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। মিছিল শেষে স্বনির্ভরে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যুব ফোরামের নেতৃবৃন্দ ২৬ মার্চ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বর্জনের জন্য জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

যুব ফোরাম কালো পতাকা মিছিল ছাড়াও, নারাঙহিয়া, হবংপুজ্যা, গোলাবাড়ি, খেজুর বাগান, মাঝন পাড়াসহ জেলা সদরের বিভিন্ন এলাকায় কালো পতাকা উত্তোলন করে।

লন্ডনে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

২৮ মার্চ লন্ডনে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্লামেন্টারী হিউম্যান রাইটস গ্রুপের সহসভাপতি ও ইন্টারন্যাশন্যাল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের সভাপতি লর্ড এবিবুরি এতে সভাপতিত্ব করেন।

হাউজ অব লর্ডস এ অনুষ্ঠিত এ সেমিনারের উদ্যোক্তা হলো জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য ও ইন্টারন্যাশন্যাল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন।

লর্ড এবিবুরি বলেন, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের উচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করা ও সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করে পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করা।

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের পক্ষে কুমার শিবাষীষ রায় বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিষ্টার মোহাম্মদ এমানুর রহমান চৌধুরীকে সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের উত্তর দিতে বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘন, ভূমি অধিকার হরণ, ২০০৩ সালের ২৬ আগষ্ট মালছড়িতে সেনা-সেটলার হামলা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা দখলদারিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সম্মেলনে আলোচিত হয়।

২৩ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলা ব্যাপী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ১৫মার্চ খাগড়াছড়িতে তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানা সদরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

মানিকছড়িতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শেষে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ি অপেক্ষারত যুব ফোরামের নেতা কর্মিদের ওপর কতিপয় জেএসএস সদস্য পুলিশের সামনে চড়াও হয়। উপস্থিত জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা তা দেখেও না দেখার ভাণ করে। পরে থানার ওসি এসে হামলাকারী জেএসএস সদস্যদের তাড়িয়ে দেন।

পানছড়িতে সেনারা বিক্ষোভ সমাবেশে বাধা সৃষ্টি করে। তারা মাটিতে লালা পতাকা পুঁতে দিয়ে সমাবেশ স্থলের সীমানা নির্ধারণ করে দেয় ও সেখানে পুলিশ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নিজেরাই পুলিশী ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া, মালছড়ি, মাটিরাঙ্গা ও গুইমারায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশে ১৫ মার্চ খাগড়াছড়িতে পুলিশী হামলায় গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি ও ঘটনার সাথে জড়িত করে যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও ইউপিডিএফ নেতা কর্মিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ ২০১, ড. কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯